USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WorldFish

ব্লু-গার্ড নির্দেশিকা

বাস্তবায়নে : মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ ও ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ
এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ ইন বাংলাদেশ (ইকোফিশ-২) অ্যাক্টিভিটি

USAID
WorldFish
প্লাস্টিক আবর্জনা এখানে ফেলুন
অনুরোধক্রমে: ব্লু-গার্ড, নামার বাজার সমুদ্র সৈকত, নিঝুমদ্বীপ, হাতিয়া
ইকোফিশ-২ এ্যাক্টিভিটি

ব্লু-গার্ড নির্দেশিকা

ব্লু-গার্ড নির্দেশিকা

বাস্তবায়নে: মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ ও ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ
এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ ইন বাংলাদেশ (ইকোফিশ-২) অ্যাক্টিভিটি

সম্পাদনায়: ইকোফিশ-২ টিম
প্রকাশনায়: ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২১

ঘোষণা: এই নির্দেশিকাটি ইউনাইটেড স্টেট্স এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (USAID) এর সহায়তায় প্রকাশ করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটিতে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় ও মতামতসমূহ প্রকাশকের নিজের যা ইউএসএআইডি বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতামতের প্রতিফলন নয়।

সূচিপত্র

ভূমিকা	৪
ব্লু-গার্ড বা সুনীল-প্রহরী কী?	৫
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫
নির্দেশিকা ব্যবহারকারী	৫
নির্বাচন প্রক্রিয়া, অনুমোদন ও কাঠামো	৫
পরামর্শক কমিটি গঠন ও পরামর্শ গ্রহণ	৬
সুযোগ-সুবিধা	৬
কার্যক্রম	৭
প্রশিক্ষণ	৮
মনিটরিং	৯
উপসংহার	৯

ভূমিকা

প্লাস্টিক জাতীয় অপদ্রব্যের মাধ্যমে পানি দূষণ বর্তমান বৈশ্বিক সমস্যাগুলির অন্যতম। বিশেষকরে, ভাসমান প্লাস্টিক দ্রব্যের মাধ্যমে সাগরের ইকোসিস্টেমের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে সাগরের উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ করার বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তা ছাড়া, দৃশ্যমান প্লাস্টিক দ্রব্যাদি ভেঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার বা অদৃশ্য মাইক্রো-প্লাস্টিক তৈরি হয়, যা খাদ্য শিকলের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের সামুদ্রিক মৎস্য ও জীবকূলের এবং সবশেষে মানবদেহের ক্ষতির কারণ হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১০.৮ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক সাগরে পতিত হচ্ছে যা আগামী দুই দশকে প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৮.৫ মিলিয়ন টন হবে। এর অর্থ, পৃথিবীব্যাপী প্রতি মিটার উপকূলে প্রায় ৫০ কেজি প্লাস্টিক জমা হবে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ০.৮ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, এবং আরও ১.২ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক সামগ্রী অন্যান্য দেশ থেকে নদী হয়ে এসে সাগরে পতিত হচ্ছে। তাই, বছরে প্রায় ২.০ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বঙ্গোপসাগরে জমা হচ্ছে। এ বিপুল পরিমাণ ভাসমান প্লাস্টিক ও এ থেকে সৃষ্ট অদৃশ্য মাইক্রো-প্লাস্টিক এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সাগরের ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতি জরুরি। যেহেতু সমস্যাটি পৃথিবীব্যাপী বিদ্যমান এবং আমরা কম-বেশি সকলেই এ সমস্যা সৃষ্টি এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত, সেহেতু আমাদের সবাইকে এর সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বৈশ্বিক সমস্যাগুলির অন্যতম আরও একটি সমস্যা হলো পরিত্যাক্ত জালের মাধ্যমে নদী, মোহনা বা সাগরে ভৌতিক মৎস্য আহরণ বা 'ঘোষ্ট ফিশিং' (Ghost fishing) এর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হওয়া। সচেতনতার অভাবে অনেক সময় জেলেরা অব্যবহারযোগ্য জাল পানিতে ফেলে দেয়। কখনও আবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলেদের অবৈধ জাল ব্যবহারের শাস্তি স্বরূপ জাল কেটে ভাসিয়ে দেয়া হয়। কখনও কখনও নৌযান চলাচলের কারণে জাল ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও খন্ডিত জাল পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও, হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হলে বা কোথাও জাল আটকে যাওয়ার কারণে জাল উঠানো সম্ভব না হলে জেলেরা আংশিক জাল পরিত্যাক্ত করে পানিতে ফেলে আসে। যে কারণেই হোক না কেন, ক্রমবর্ধমান পরিত্যাক্ত জাল জীববৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত হুমকি হয়ে যাচ্ছে। তাই, এ সমস্যা সমাধানের জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও সম্ভাব্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

ইউএসএআইডি (USAID) এর আর্থিক সহায়তায়, ওয়ার্ল্ডফিশ ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইকোফিশ-২ অ্যাক্টিভিটি, উপরে উল্লেখিত দু'টি বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে। এ জন্যে প্রকল্প এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট কক্সবাজার ও কুয়াকাটা নিঝুম দ্বীপ এম পি এ এলাকা এ কার্যক্রমের প্রধান স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল এলাকায় মৎস্য অবতরণকারী নৌযানগুলিকেও এর আওতায় এনে প্লাস্টিক ও জাল দূষণ থেকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ইকোফিশ-২ অ্যাক্টিভিটি অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

ব্লু-গার্ড বা সুনীল-প্রহরী কী?

সুনীল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে, সামুদ্রিক মৎস্য ও জীবকূলের জন্য স্বাস্থ্যকর সুনীল পরিবেশ রক্ষার জন্যে ইকোফিশ-২ অ্যাক্টিভিটিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করতে স্থানীয় যুব-সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দলই হলো ব্লু-গার্ড বা সুনীল-প্রহরী।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দূষণ কমিয়ে সামুদ্রিক মৎস্য ও জীবকূলের জন্য স্বাস্থ্যকর সুনীল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ব্লু-গার্ড বা সুনীল-প্রহরীগণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে যাবে। সুনির্দিষ্টভাবে, সুনীল-প্রহরীগণ নিম্নলিখিত ৩টি উদ্দেশ্যে কাজ করবে:

- সমুদ্র সৈকত ও মৎস্য নৌযান থেকে প্লাস্টিক দূষণ কমানো
- পরিত্যাক্ত জাল থেকে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির পরিমাণ কমানো
- পরিত্যাক্ত প্লাস্টিক ও জাল থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করা

নির্দেশিকা ব্যবহারকারী

সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনই এই নির্দেশনাটি ব্যবহার করবেন। বিশেষভাবে, ব্লু-গার্ড বা সুনীল-প্রহরীগণ ও ইকোফিশ-২ অ্যাক্টিভিটির সকলে এ নির্দেশনা অনুসারে কাজ করবেন। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলে, অংশীজনদের নিকট থেকে প্রয়োজনে সহায়তা গ্রহণ করবেন। নির্দেশনাটি ব্লু-গার্ড ও ইকোফিশ-২ অ্যাক্টিভিটির সকলের জন্য বাধ্যতামূলক, কিন্তু অন্য সকল অংশীজনদের জন্য পরামর্শমূলক বা শুধুমাত্র অবহিত করণের জন্য ব্যবহৃত হবে।

নির্বাচন প্রক্রিয়া, অনুমোদন ও কাঠামো

ইকোফিশ টিম, মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্থানীয় যুব-সমাজ যাদের বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে, তাদেরকে নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরবেন। আগ্রহীদের মধ্য থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সুনীল-প্রহরী সদস্য নির্বাচন করবেন। সুনীল-প্রহরী নির্বাচনের সময়, ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে প্রাথমিকভাবে এসএসসি পাস বিবেচনা করতে হবে। তবে, যদি এ যোগ্যতার প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগ্রহী যুবক পাওয়া না যায় তবে জেএসসি নিতে হবে। আর জেএসসি যোগ্যতারও যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগ্রহী যুবক পাওয়া না যায় তবে পিএসসি ধরা যেতে পারে।

স্থানীয়ভাবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তালিকা ও সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ইকোফিশ-২ অ্যাক্টিভিটির টিম লিডার চূড়ান্ত অনুমোদন দিবেন। ইকোফিশ-২ অ্যাক্টিভিটির সংশ্লিষ্ট গবেষণা সহযোগী এ সকল বিষয়ে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

একটি বিচ এলাকা যা ১০ জন সুনীল-প্রহরী দ্বারা সহজে পরিস্কার করা সম্ভব, সে এলাকাকে একটা ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কক্সবাজার ও এমপিএ এলাকার প্রতিটি উপজেলায় প্রয়োজন বিবেচনায় ১-২টি ১০ জনের ইউনিট হিসেবে মোট ১০টি ইউনিট বা ১০০ জন নিযুক্ত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, কুয়াকাটা/এমপিএ এলাকায় আরও ১০টি ইউনিট বা ১০০ জন নিযুক্ত করা আমাদের টার্গেট। সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ ২০০ জন সুনীল-প্রহরী নিযুক্ত করা প্রকল্পের টার্গেট। প্রতিটি ইউনিটের সকল সদস্য সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

পরামর্শক কমিটি গঠন ও পরামর্শ গ্রহণ

স্থানীয়ভাবে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট কমিটি যেমন, বিচ-ম্যানেজমেন্ট কমিটি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক কমিটি, ইত্যাদি যদি থাকে, তবে সে সকল কমিটির সাথে আলাপ করে ব্লু-গার্ড বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এবং গুরুত্বসহকারে তাদের পরামর্শ গ্রহণপূর্বক কর্মপরিকল্পনা করে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে, যদি এ জাতীয় কোন কমিটি না থাকে বা বিদ্যমান কমিটিসমূহ যদি নতুন কমিটি গঠনের পরামর্শ দেয় তবে, প্রশাসন, পুলিশ, কোস্ট-গার্ড, মৎস্য অধিদপ্তর, জেলে প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে ও এ কমিটির পরামর্শক্রমে কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। কমিটি গঠন ও পরামর্শ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যায়ভার প্রকল্প থেকে গ্রহণ করা যাবে ও সংশ্লিষ্ট গবেষক এ বিষয়ে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

সুযোগ-সুবিধা

সুনীল-প্রহরীগণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে যাবে, তবে স্থানীয় যাতায়াত, হালকা আপ্যায়ন ও যোগাযোগ এর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় প্রকল্পের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রদান করা যেতে পারে:

- প্রতি সুনীল-প্রহরীকে প্রতি মাসে যাতায়াত ও হালকা আপ্যায়ন খরচ বাবদ ৫০০/= (পাঁচশত টাকা মাত্র) মোবাইল ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে;
- প্রতি সুনীল-প্রহরীকে প্রতি মাসে কাজের প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য মোবাইল খরচ বাবদ ৫০০/= (পাঁচশত টাকা মাত্র) মোবাইল রি-চার্জ হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে;
- প্রতি সুনীল-প্রহরীকে প্রতি বছর ২ (দুই) সেট ইউনিফর্ম (জার্সি, ট্রাউজার ও ক্যাপ), ১-২ সেট কাপড়/প্লাস্টিক জুতা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাতের গ্লোভস ও বাঁশি প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও, পরামর্শক কমিটি চাইলে আইডি কার্ড প্রদান করা যেতে পারে।

কার্যক্রম

সুনীল-প্রহরীগণ স্থানীয় ইকোফিশ-২ টিম এর সহায়তায় ও পরামর্শে নিম্নলিখিত ৪টি কাজ সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন। কার্যক্রমগুলি নিচে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হলো এবং চিত্র-১ এর মাধ্যমে দেখানো হলো।

১) সমুদ্র সৈকত ও মৎস্য নৌযান থেকে প্লাস্টিক সামগ্রী ও পরিত্যাক্ত জাল সংগ্রহ ও পরিমাণ নির্ধারণ প্রতি মাসে অন্তত ৩ দিন সমুদ্র সৈকতের নির্দিষ্ট এলাকা বা ইউনিট, জিপিএস এর মাধ্যমে নির্ধারণ করে সেখান থেকে প্লাস্টিক সামগ্রী ও পরিত্যাক্ত জাল সংগ্রহ ও পরিমাণ নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট ফরম্যাট (সংযুক্তি-১) পূরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইকোফিশ-২ টিম টেকনিক্যাল কাজগুলি (জিপিএস/ফরম্যাট পূরণ) ও ফ্যাসিলিটেট করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের তালিকা রাখবেন।

নৌযান থেকে প্লাস্টিক সামগ্রী ও পরিত্যাক্ত জাল সংগ্রহ করার জন্য প্রত্যেক সুনীল-প্রহরীকে ৩-৫ জন নৌকার মাঝি (সিটিজেন সাইন্টিস্ট বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাঝি হলে ভাল হয়) সংযুক্ত করতে হবে ও তাদেরকে প্লাস্টিক ও পরিত্যাক্ত জাল সংরক্ষণের জন্য বড় বিন সরবরাহ এবং এ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। প্রতি ট্রিপ শেষে

যখন মাঝি ঘাটে আসবে, মোবাইল যোগাযোগের মাধ্যমে সুনীল-প্রহরীগণ তাদের কাছ থেকে প্লাস্টিক ও পরিত্যাক্ত জাল সংগ্রহ করবে ও পরিমাণ নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট ইকোফিশ-২ টিমকে রেকর্ড রাখার জন্য অবহিত করবে।

২) সংগৃহীত প্লাস্টিক সামগ্রী ও পরিত্যাক্ত জাল সাময়িকভাবে বাছাই ও সংরক্ষণ সংগৃহীত প্লাস্টিক সামগ্রী ও জাল প্রথমে ৪টি ভাগে বাছাই করে সাময়িকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভাগগুলি হলো: ১) বোতল বা এ জাতীয় শক্ত প্লাস্টিক, ২) বিভিন্নরকম পলিথিন ও মোড়ক; ৩) জাল ও জাল জাতীয় সামগ্রী, ও ৪) পুনব্যবহার যোগ্য নয় বা প্রচুর পচনশীল ময়লাযুক্ত বর্জ্য। এগুলির মধ্যে ১ম ৩ ধরনের সামগ্রী পুনব্যবহার বা রি-সাইকেল করার জন্য আলাদা আলাদা বড় বিন বা খাঁচায় সংরক্ষণ করতে হবে ও ৪র্থ ধরনের বর্জ্য নিকটস্থ ময়লা ফেলার স্থানে ফেলে দিতে হবে (চিত্র ১)। সংগৃহীত সামগ্রী রি-সাইকেল এর মাধ্যমে পণ্য তৈরিতে আগ্রহী এমন কোন স্থানীয় সুনীল প্রহরী বা আগ্রহী স্থানীয় ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখা উত্তম। সম্ভব না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা করে কোন খাস জমিতে পরিত্যক্ত জাল ও খুটির মাধ্যমে খাঁচা তৈরি করে সেখানে সাময়িকভাবে ষ্টোর হিসেবে এ সকল মালামাল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে (চিত্র ১)।

৩) সংরক্ষিত প্লাস্টিক ও জাল থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করা বা বিনষ্টের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে সংরক্ষিত প্লাস্টিক ও জাল থেকে পুনব্যবহার বা রি-সাইকেল করার উপযুক্ত দ্রব্যগুলি স্থানীয় রি-সাইকেল ফ্যাক্টরিতে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্যে পরিবহন খরচ প্রকল্প থেকে প্রদান করা যেতে পারে। যদি সংরক্ষিত প্লাস্টিক বোতল জাতীয় সামগ্রী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হয় এবং তার কোন বিক্রয়মূল্য থাকে তা এ বিষয়ে সহায়তাকারী ব্লু-গার্ড সদস্য বা কমিউনিটি সদস্য পাবেন। যদি সরাসরি রি-সাইকেল ফ্যাক্টরিতে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তবে এ ধরণের সামগ্রী, স্থানীয় সংগ্রহকারী এর মাধ্যমে করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংগ্রহকারী, এ সকল সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য পাবে। এ ছাড়া, যদি কোন ব্লু-গার্ড সদস্য বা কমিউনিটি সদস্য কোন সংরক্ষিত সামগ্রী পুনর্ব্যবহার করতে চান, তাকে তা প্রদান করা যেতে পারে (চিত্র ১)।

৪) সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষামূলক কার্যক্রম

ব্লু-গার্ড বা সুনীল-প্রহরীগণ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষামূলক কার্যক্রমের সাথেও নিজেদের সম্পৃক্ত রাখবেন। বিশেষকরে, সামুদ্রিক বড় প্রাণী (মেগাফুনা) যেমন, তিমি, ডলফিন, কচ্ছপ, হাঙ্গর, শাপলাপাতা, ইত্যাদি যেন জেলেরা ইচ্ছা করে না ধরেন, আর অনিচ্ছকৃতভাবে জালে আটকা পড়লে যেন জীবিত ছেড়ে দেন সে বিষয়ে

জেলেদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন। আর এ ধরনের ঘটনা নিজে দেখলে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রাণীটিকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এ জাতীয় মৃত কোন প্রাণী দেখলে, প্রাণীটির মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ জেনে সংশ্লিষ্ট ইকোফিশ-২ অ্যাক্টিভিটির গবেষককে জানাবেন।

প্রশিক্ষণ: ব্লু-গার্ড বা সুনীল-প্রহরীগণের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করার জন্য, নির্বাচিত হওয়ার পর এক দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। এ প্রশিক্ষণের প্রধান বিষয়গুলি হবে: ১) এ নির্দেশনা মোতাবেক তাদের কার্যপরিধি, নিয়মাবলী ও সুযোগ-সুবিধা, ২) সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে সামুদ্রিক বড় প্রাণী (মেগাফুনা) যেমন, তিমি, ডলফিন, কচ্ছপ, হাঙ্গর, শাপলাপাতা, ইত্যাদি রক্ষা, ও ৩) প্লাস্টিক দূষণ ও পরিত্যাক্ত জালের ক্ষতিকর দিক ও নিরাময়ের উপায়।

মনিটরিং

স্থানীয় ইকোফিশ-২ টিম, সুনীল-প্রহরীগণের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মনিটরিং করবেন। তবে, প্রয়োজন অনুসারে ঢাকার সংশ্লিষ্ট সাইন্টিস্ট, ম্যানেজার বা টিম লিডারের পরামর্শক্রমে সঠিকভাবে কার্যক্রমগুলি পরিচালনা করবেন।

উপসংহার

সাগরের দূষণ কমিয়ে প্রাণীকুলের জন্য স্বাস্থ্যকর সুনীল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার কাজে ব্লু-গার্ড বা সুনীল-প্রহরীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। স্বেচ্ছাসেবা ভিত্তিক এ কাজের দীর্ঘস্থায়ীর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা ও সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যতে, প্লাস্টিক ও নেট সামগ্রী রি-সাইকেল প্রক্রিয়া আরও উন্নত হবে ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্লাস্টিক সমস্যার সমাধান হবে এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

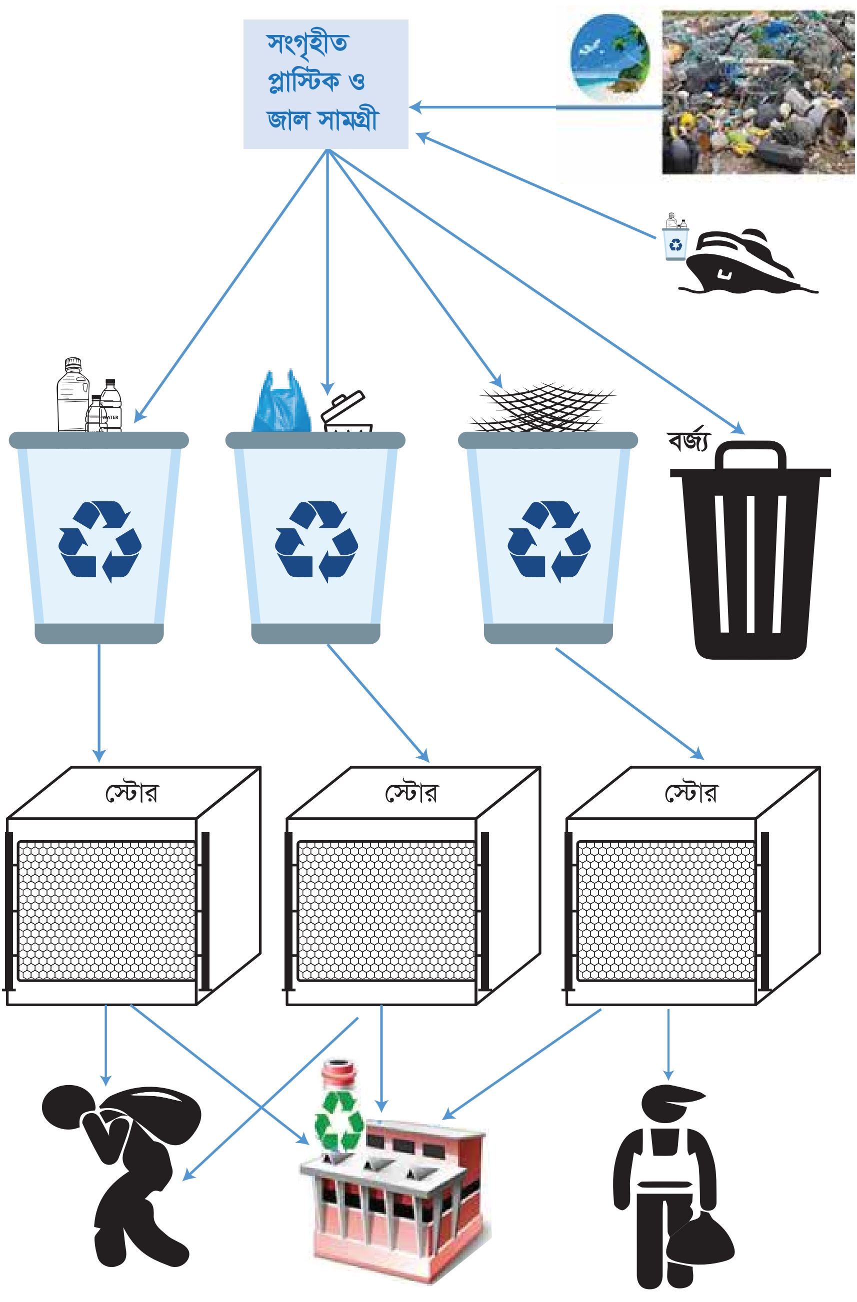

চিত্র-১ : নষ্ট জাল ও পাস্টিক জাতীয় অপ দ্রব্যাদি সংগ্রহ, বাছাই, মজুদ ও ব্যবহার করার ধাপসমূহ

Enhanced Coastal Fisheries in Bangladesh II (ECOFISH II) Activity

Jointly implemented by: WorldFish Bangladesh and Department of Fisheries (DoF)

Beach Cleaning Information (MEL Format)

Address of Beach Mach Ghat			
Union		**Distance From Fish Landing Center/Mach Ghat (km)**	
Name of near of Fish Landing Center/Mach Ghat			
Upazila		**Distance From Upazila Sadar (km)**	
District		**Distance From District Sadar (km)**	
GPS Coordinate : Place-1	Longitude:	Latitude:	
GPS Coordinate : Place-2	Longitude:	Latitude:	
GPS Coordinate : Place-2	Longitude:	Latitude:	
Number of Volunteer involved in cleaning	**Total:** Male: Female:	**Date of Cleaning**	
Amount of garbage collected (kg)		**Amount plastic bottle collected (kg)**	
Amount of polythene collected (kg)		**Amount fishing net collected (kg)**	

About WorldFish

WorldFish is a nonprofit research and innovation institution that creates, advances and translates scientific research on aquatic food systems into scalable solutions with transformational impact on human well-being and the environment. Our research data, evidence and insights shape better practices, policies and investment decisions for sustainable development in low- and middle- income countries.

We have a global presence across 20 countries in Asia, Africa and the Pacific with 460 staff of 30 nationalities deployed where the greatest sustainable development challenges can be addressed hrough holistic aquatic food systems solutions.

Our research and innovation work spans climate change, food security and nutrition, sustainable fisheries and aquaculture, the blue economy and ocean governance, One Health, genetics and AgriTech, and it integrates evidence and perspectives on gender, youth and social inclusion. Our approach empowers people for change over the long term: research excellence and engagement with national and international partners are at the heart of our efforts to set new agendas, build capacities and support better decision-making on the critical issues of our times.

WorldFish is part of One CGIAR, the world's largest agricultural innovation network.